advertisement

ডাকসুর অভিযুক্ত নেতাদের পদে উপনির্বাচন দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ২৩:২৬

ভর্তি

advertisement

পরীক্ষা ছাড়াই ছাত্রলীগ নেতাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ডাকসুর নেতা নির্বাচিত হওয়ায় বিক্ষোভ করছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। অভিযুক্ত নেতাদের বহিষ্কার ও পদগুলো খালি ঘোষণা করে উপনির্বাচন চান তারা। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়াকে অনিয়ম ও দুর্নীতিগ্রস্ত করার অভিযোগে অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান ও ব্যবসা অনুষদের ডিন শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের পদত্যাগ চেয়েছেন। গতকাল রবিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে টিএসসি মোড়ে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এসব দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করেন।

একটি জাতীয় দৈনিকে ডাকসু ও হল সংসদের আট নেতার ছাত্রত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তারা সবাই ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান নেতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ হওয়ায় নির্বাচনের কয়েকদিন আগে তারা ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের একটি সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হন। মানববন্ধনে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের আহ্বায়ক হাসান আল মামুন বলেন, 'উপাচার্য ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন চিরকুটের মাধ্যমে ছাত্রলীগের ৩৪ নেতাকে যেভাবে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ বিরোধী

কাজ ও নৈতিকতাবিরোধী।

তাই তাদের উচিত দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করা। এ ছাড়া ডাকসুর পদগুলো থেকে ছাত্রলীগের আট নেতাকে বহিষ্কার করে তাদের শূন্যপদে পুনরায় নির্বাচন দিতে হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি সালমান সিদ্দিকী বলেন, 'আমরা জেনেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শুধু কারচুপির মাধ্যমে ডাকসু নির্বাচন দিয়ে ছাত্রলীগকে জিতিয়েছিল। কিন্তু আজ আমরা জানলাম শুধু কারচুপি নয়, তারা কারচুপি ও জালিয়াতির মাধ্যমে ছাত্রত্ব দিয়ে তাদের ডাকসুতে স্থান করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যকার সম্পর্ককে ভূলুণ্ঠিত করেছেন।'

নীতিমালা অনুযায়ী লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কেবল ওই কোর্সে ভর্তির সুযোগ, অথচ তাদের কেউই তাতে অংশ নেননি। ১১ ফেব্রুয়ারি ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ছাত্রলীগের বর্তমান ও সাবেক ৩৪ নেতা ছাত্রত্ব টিকিয়ে রাখতে ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের মাস্টার্স অব ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে ভর্তি হন। তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও সদস্যপদে আটজন নির্বাচনে অংশ নেন, বিজয়ী হন সাতজন। হল সংসদের ভিপি পদে অংশ নেন দুজন। এর মধ্যে একজন নির্বাচিত হন। একজন আবার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যও ছিলেন।